ভিয়েতনামের কাছে বাংলাদেশের হার

ভিয়েতনামে অনুষ্ঠানরত এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল বাছাইয়ের তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে। গতকাল নিজেদের গ্রুপের তৃতীয় খেলায় স্বাগতিক ভিয়েতনামের বিপক্ষে ৪-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।

ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৪ গোল হয়েছে। ৩ ও ৩০ মিনিটে ২-০ তে পিছিয়ে যাওয়ার পর ৪১ মিনিটে নোভার গোলে ব্যবধান কমালেও ১ মিনিটের মধ্যে তৃতীয় গোল হজম করে বাংলাদেশের যুবারা। ৮১ মিনিটে চতুর্থ গোল হজম করে বাংলাদেশ। কোচ মারুফুল হকের গোলরক্ষক ইসমাইল হোসেন মানিক বাজে গোল হজম করেছেন। তার খেলা দেখে প্রশ্ন জেগেছে।

এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ভালো দল নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ বসুন্ধরা কিংস কিছু ফুটবলার ছাড়েনি। গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছাড়া দল নিয়ে গিয়ে বিপদেই পড়েছেন কোচ মারুফুল হক। প্রথম খেলায় সিরিয়ার বিপক্ষে ৪-০ হেরেছে, গুয়ামের বিপক্ষে ২-২ ড্র হয়েছিল। আগামীকাল শেষ ম্যাচ ভুটানের বিপক্ষে।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন করা হয়েছে। “কর্তৃপক্ষের সকল দ্বার, খুলে দেবে তথ্য অধিকার” প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ আলোচনা সভার

আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সুপার ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার, ইন্সপেক্টর আব্দুল আলিম, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি মো: নাজমুল হক (লিটন), প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, মেহেরপুর এন জি ও সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানসিকতা পরিবর্তনের পাশাপাশি জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। আর জবাবদিহিতা বাড়লে অপরাধ প্রবনতা বা দূর্নীতি কমতে শুরু করবে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে মানুষকে চিন্তা-চেতনা ও কথা বলার অধিকার দিতে হবে। তাই বাংলাদেশের সংবিধানের তথ্য অধিকার আইনের তথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও এসময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুঃ তানভীর হাসান রুমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর,জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আকাশ কুমার কুন্ড, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় উলামা পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ভারতের পুরোহিত রামগিরি মহারাজ ও মন্ত্রী নিতেশ রানে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) কে অবমাননা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে সারা দেশের ন্যায় দর্শনা পৌর

উলামা পরিষদের উদ্যোগে শহীদ শাহারিয়া শুভ মঞ্চ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে দর্শনার প্রধান সড়ক গুলো প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা বাসস্টান্ড ঘুরে আবার মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়।

উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতী জুনাইদ আল আযাদ, মুফতী ওমর ফারুক, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাও. আ. খালেক, মাও হুসাইন আহমাদ, মুফতী ইউনুস আলী, হাফেজ জুবায়ের, মাও হুজাইফা, কারী জুবায়ের, মাও নিযামুদ্দীন মাও সিরাজুল ইসলাম, মাও নূরুল ইসলাম মাও আ. রাজ্জাক প্রমুখ। দুআ পরিচালনা করেনঃ মুফতী আবুল বাশার।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হয়রানী ও মানহানিমুলক কথা বলার প্রতিবাদ এবং জন্ম সাল নিয়ে যে বিভ্রান্তিমুলক অপপ্রচার চলছে তারই প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী।

আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় গাংনী মহিলা কেেলেজর সভা কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী। তিনি বলেন,আমি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধক্ষ্য। ১৯৯৫ সাল থেকে এযাবত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। সমপ্রতি দেশে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে।এই সুযোগে হঠাৎ করে অত্র কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজেদুল ইসলাম বুলু কলেজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃস্টি করার জন্য আমার নামে বিভিন্ন মিথ্যাচার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করেছে। সাজেদুল ইসলাম বুলু যে বিষয়ে পড়ান দীর্ঘ ২২ বছর সেই বিষয়ে কোন ছাত্রী ভর্তি না করায় তাকে ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হয়না। তিনি কলেজে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ান এবং মাস শেষে কলেজের বেতন ভোগ করেন। এর প্রতিবাদ করায়, সে

একাধিকবার আমাকে অপদস্থ করেছে। সে শিক্ষার্থীদের সামনে দুইজন শিক্ষক কে মেরে আহত করে।

এছাড়া অর্থনীতি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক বেদারুল আলম এমন পরিস্থিতিতে কলেজে এসে নিজেকে কলেজের অধ্যক্ষ ঘোষনা দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের হাজিরা খাতা বগলে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বলে বেড়াচ্ছেন কলেজ আমার কথায় চলবে এবং অধ্যক্ষের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে কলেজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী আরও বলেন,তাদের অভিযোগ আমার জন্ম তারিখ সংক্রান্ত। আমি মহা: খোরশেদ আলী ও আমার ছোটভাই মুরাদ হোসেন ক্লাশ ওয়ান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত এক সাথে লেখাপড়া করি। এলাকার সকলে মনে করতো আমরা দুজন জমজভাই। আমার যিনি বড়ভাই মো : মুজাহিদ হাসান সে আমার চেয়ে দুই বছরের বড়।তার এসএসসি ১৯৭৮ সালে।আমার আর মুরাদের এসএসসি ১৯৮০ সালে। মুজাহিদের জন্ম তারিখ সার্টিফিকেট অনুযায়ী করা হয়েছে ১/১/১৯৬৪ সাল। আর আমার জন্ম তারিক এসএসসি সার্টিফিকেট এ করা হয়েছে ৩১/১২/১৯৬৩ সাল। অর্থাৎ বড় ভাইয়ের চেয়ে আমাকে এক বছরের বড় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাবা মায়ের দায়িত্বহীনতার কারনে বয়সের বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই না। পরে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে আমরা বয়স সংশোধন করা হয়েছে। পরে শিক্ষা বোর্ড থেকে বিধি মোতাবেক বড় ভাইয়ের এক বছরের ছোট করে আমার জন্ম তারিখ করা হয় ৩১/১২/১৯৬৫ সাল। সাজেদুল ইসলাম বুলু ও বেদারুল ইসলাম গত ২৪ সেপ্টেম্বর গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন করে। আমি এসবের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দে জানাই।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ২০২০ সাল থেকে ২০২৪ সালে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো টাকার লেনদেন হয়নি। এবং বিগত দিনেও কলেজে নিয়োগ বাণিজ্য করা হয়নি। আমি অর্থ ও পাচুর্য্য বিলাশী নই। আমি আজও একটি ভাল বাড়ি বানাতে পারিনি। আজও ভাড়া বাড়িতে বসবাস করি।

সংবাদ সম্মলনে কলেজের সহকারি অধ্যক্ষ হারুন অর রশীদ রবি,মো: রমজান আলী,ও গণমাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

[redacted] [redacted] (ГЭК) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] (ГЭК) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

আমাদের তরুণরা যে প্রজ্ঞা, সাহস ও প্রত্যয় দেখিয়েছে তা আমাদের অভিভূত করেছে বলে মন্তব্য করেন অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজের আন্দোলন প্রথমদিকে মূলত ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। পর্যায়ক্রমে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এরপর সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে কীভাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ একনায়কতন্ত্র, নিপীড়ন, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজপথ এবং সামাজিক-যোগাযোগ মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

ছাত্রজনতা তাদের অদম্য সংকল্প ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে একটি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, তাদের এই সম্মিলিত সংকল্পের মধ্যেই আমাদের দেশের ভবিষ্যত নিহিত, যা এ দেশটিকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে একটি দায়িত্বশীল জাতির মর্যাদায় উন্নীত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই গণআন্দোলন রাজনৈতিক অধিকার ও উন্নয়নের সুবিধা বঞ্চিত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব চেয়েছিল। আমাদের জনগণ একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, যার জন্য আমাদের নতুন প্রজন্ম জীবন উৎসর্গ করেছিল।

সূত্র: ইত্তেফাক

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নে রাস্তা সংস্কার করলেন জামায়াতের নেতাকর্মীরা

চুয়াডাঙ্গায় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন জামায়েত ইসলামের উদ্যোগে এক কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে।ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের ১ কিলোমিটার রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে তিন গ্রামের প্রায় ৬ হাজার মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় সীমান্ত ইউনিয়ন জামায়েত ইসলামের উদ্যোগে জামায়াতের নেতাকর্মীরা গ্রামবাসীর সহযোগিতায় রাস্তাটির সংস্কার করেন। জামায়াত ইসলামের নেতাকর্মীদের সূত্রে জানা যায়,সীমান্ত ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ডের গোয়ালাপাড়া প্রাইমারি স্কুলের পাশ হতে এক কিলোমিটার রাস্তা বছরের পর বছর সংস্কারের অভাবে চলাচলে অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

যার কারণে তিন গ্রামের মানুষসহ দুইটা প্রাইমারি স্কুল, তিনটা মাদ্রাসা, একটি বিনোদন কেন্দ্রে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ চলাচল করে। কিন্তু সংস্কারের অভাবে রাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী হাওয়াই প্রায় ৬ হাজার মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।বিষয়টি জামায়াত ইসলামের নেতাকর্মীদের নজরে এলে তাঁরা বারবার কর্তৃপক্ষকে বলার পরেও রাস্তাটি সংস্কার হয় না। ফলে সবাই মিলে ইট-বালু দিয়ে রাস্তা সংস্কার করে, মানুষের জন্য চলাচলের উপযোগী করে তোলেন।এসময় উপস্থিত ছিলেন, সীমান্ত ইউনিয়ন আমির মাওলানা মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, সেক্রেটারী আলা উদ্দীন, সহসেক্রেটারী মোঃ জালাল উদ্দীন, সহসেক্রেটারী মোঃ জহুর আলম, আরো উপস্তিত ছিলেন সীমান্ত ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দ।

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সমাবেশ

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের ২নং ওয়াড বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৩টার সময় সীমান্ত ইউনিয়নের ২নং ওয়াড বিএনপির আয়োজনে গোয়ালপাড়া সিরাজ মিয়ার বাড়ির সামনে এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে কর্মী সমাবেশ সংস্থানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ৪ নাম্বার সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ওসমান গনি, সাধারণ সম্পাদক বদর উদ্দিন বাদল, সহ-সভাপতি বিপ্লব রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আইয়ুব আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাসান টিটু, ২নং ওয়াড বিএনপির সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি শহীদ মন্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন মোল্লা, সীমান্ত ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শামীম রেজা প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুর চারমাইল এলাকা থেকে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬।

আজ শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে তথ্য পেয়ে, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আভিযানিক দলটি সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঝিনাইদহ

শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর সামনে দর্শনা টু ঢাকা মহাসড়কে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান পরিচালনা কালে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৪৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ মোঃ মিরাজ (২২) নামে এক মাদক ব্যবসায় কে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার সুলতান পুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। আসামীর নিকট থেকে ৪৬ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান র্যাব-৬, সিপিসি-২, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ।

এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে গ্রেপ্তারকৃত আসামীর হেফাজত হতে অবৈধ ৪৬ বোতল ফেন্সিডিল ছাড়াও ২টি মোবাইল ফোন ও নগদ- ৫২২/- টাকা উদ্ধার করে আসামীকে ঝিনাইদহ সদর থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ. মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।